কক্সবাজার থেকে সেন্টমার্টিনে যাত্রা শুরু তিন জাহাজে ১২শ পর্যটক

সংগৃহীত ছবি

সেন্টমার্টিনগামী পর্যটকদের দীর্ঘ অপেক্ষার পর চলতি মৌসুমে অবশেষে যাত্রা শুরু হলো কক্সবাজার–সেন্টমার্টিন নৌরুটে। সোমবার (১ ডিসেম্বর) সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে নুনিয়ারছড়া বিআইডব্লিউটিএ ঘাট থেকে তিনটি জাহাজ—এমভি কর্ণফুলী এক্সপ্রেস, এমভি বার আউলিয়া এবং কেয়ারি সিন্দাবাদ—মোট ১২শ যাত্রী নিয়ে সমুদ্রযাত্রায় পাড়ি দেয়।

ভোর থেকেই ঘাটজুড়ে ছিল উৎসুক যাত্রীদের উপস্থিতি। টিকিট যাচাই শেষে জাহাজে ওঠার আগে প্রত্যেককে উপহার হিসেবে দেওয়া হয় পরিবেশবান্ধব পানির বোতল। প্রথম দিনের যাত্রা নিয়ে উচ্ছ্বসিত ঢাকার পর্যটক অরুপ হোসেন বলেন, “প্রথমবার সেন্টমার্টিন যাচ্ছি, অভিযাত্রার অনুভূতি দারুণ।”

সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিদিন সর্বোচ্চ দুই হাজার পর্যটক এই রুটে ভ্রমণ করতে পারবেন এবং ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দ্বীপে রাত যাপনের সুযোগ থাকবে। টিকিট সংগ্রহ বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের অনুমোদিত অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকেই করতে হবে; প্রতিটি টিকিটে থাকবে ট্রাভেল পাস ও কিউআর কোড।

‘সি ক্রুজ অপারেটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ’-এর সাধারণ সম্পাদক হোসাইন ইসলাম বাহাদুর জানান, ছয়টি জাহাজের অনুমোদন থাকলেও চাহিদা বিবেচনায় প্রথম দিনে তিনটি ছাড়া হয়েছে। জোয়ার-ভাটা ও নাব্যতা অনুযায়ী প্রতিদিনের সময়সূচি নির্ধারণ করা হবে। জাহাজগুলো বিকালে কক্সবাজারে ফিরে আসবে।

গত বছর থেকে টেকনাফ রুট বন্ধ থাকায় কক্সবাজার থেকে দীর্ঘ সমুদ্রপথ অতিক্রম করেই এখন সেন্টমার্টিন যেতে হয়। এতে যাত্রা কিছুটা ক্লান্তিকর হলেও চট্টগ্রাম থেকে আসা রোকসানা আলীর মতে, “পথ কষ্টকর ঠিকই, কিন্তু সেন্টমার্টিন পৌঁছানোর পর প্রাকৃতিক শান্তিই সব ক্লান্তি ভুলিয়ে দেয়।”

ঘাট ও সমুদ্রপথজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থায় রয়েছে ট্যুরিস্ট পুলিশ। কক্সবাজার রিজিয়নের অতিরিক্ত ডিআইজি আপেল মাহমুদ জানান, পর্যটকদের নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে সমুদ্র থেকে দ্বীপ পর্যন্ত সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রাখা হচ্ছে।

সেন্টমার্টিনের জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় গত অক্টোবরে সরকার ১২টি বিধিনিষেধ জারি করে। রাতের সৈকতে আলো জ্বালানো, উচ্চ শব্দে অনুষ্ঠান, বারবিকিউ, কেয়াবনে প্রবেশ, সামুদ্রিক প্রাণী, প্রবাল ও কেয়াফল সংগ্রহ ও বিক্রি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মোটরযান চলাচল এবং পলিথিন বা একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক ব্যবহারের ওপরও কড়া নিয়ন্ত্রণ আছে।

প্রথম দিনের যাত্রা পরিদর্শনে জেলা প্রশাসক আব্দুল মান্নান জানান, পরিবেশ রক্ষা নির্দেশনা কার্যকর করতে প্রশাসন কঠোর থাকবে এবং এ ক্ষেত্রে পর্যটক–জাহাজ মালিকদের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

গত ১ নভেম্বর সেন্টমার্টিন পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হলেও নভেম্বর মাসজুড়ে রাতযাপনের নিষেধাজ্ঞা থাকায় পর্যটক উপস্থিতি কম ছিল; তাই কক্সবাজার থেকে গত মাসে কোনো জাহাজ চালু হয়নি।